WIEGO
Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing

নিরাপত্তাহীনতার মূল্য : বাংলাদেশের ঢাকায় সামাজিক সুরক্ষা ও পরিষেবায় গৃহশ্রমিকদের প্রবেশাধিকার

গৃহশ্রমিকদের জন্য শোভন কাজ সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন ১৮৯ অনুসমর্থনের দাবিতে ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত সমাবেশে জাতীয় গার্হস্থ্য নারী শ্রমিক ইউনিয়ন (এনডিডব্লিউডব্লিউইউ)-এর সদস্যবৃন্দ। ফটো- এনডিডব্লিউডব্লিউইউ-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ

১ জরিপের ফলাফলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ গৃহশ্রমিকই যত টাকা উপার্জন করে তা তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করার জন্য যথেষ্ট নয়। তারা প্রায়শই নিয়মিত মজুরি পায় না এবং কোনও সুবিধা ছাড়াই তাদেরকে অতিরিক্ত সময় কাজ করতে হয়। তারা কর্মক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সহিংসতার শিকার হয় এবং অন্যান্য উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে তাদের দরকষাকষির ক্ষমতার অভাব ও সামর্থ্যের মধ্যে স্বল্প ব্যয়ে বাসস্থান খুঁজে পাওয়া।

২ গৃহশ্রমিকগণ শ্রম আইনের আওতাভুক্ত নয়। ‘গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫’ প্রণয়নের মাধ্যমে তাদেরকে ‘শ্রমিক’ হিসেবে একপ্রকার স্বীকৃতি দেওয়া হলেও এই নীতিটির আইনগত সমর্থন নেই এবং এর প্রয়োগও সীমিত।

৩ সরকার যদিও একটি নির্ধারিত আয়সীমার নীচের মানুষদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধি করে যাচ্ছে, তবে এর আওতায় সীমিত সম্পদ দিয়ে কেবল কিছুসংখ্যক অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিককে সহায়তা করা সম্ভব হচ্ছে। শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের মাধ্যমে কাজ সংক্রান্ত সামাজিক নিরাপত্তায় প্রবেশাধিকার সীমিত এবং এই তহবিলের আবেদন প্রক্রিয়াও জটিল। স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকার পাওয়া গৃহশ্রমিকদের জন্য একটি বড় উদ্বেগের বিষয়; আবার, শিশু যত্নের জন্য তাদেরকে ব্যাপকভাবে পরিবারের সদস্যদের উপর নির্ভর করতে হয়। কোভিড-১৯ সংকট এই সকল সমস্যা এবং অন্যান্য সমস্যাগুলোকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

৪ ২০০০ সাল থেকে গৃহশ্রমিক সংগঠিতকরণ এবং গৃহশ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালুর দাবিতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। নীতি পর্যায়ের পরিবর্তনে গৃহশ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গঠিত একটি নেটওয়ার্কের অংশ হিসেবে ট্রেড ইউনিয়নসমূহ গৃহশ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কৌশলে কাজ করছে।

৫ সামাজিক সুরক্ষা ও পরিষেবাগুলোতে অপর্যাপ্ত বিনিয়োগের চরম মূল্য দিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের গৃহশ্রমিকগণ। দুর্দশাগ্রস্ত এই শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নীতি নির্ধারক ও স্কিম প্রশাসক, ট্রেড ইউনিয়ন, তৃণমূল সংগঠন ও জোটসমূহের জন্য এখানে নীতি ও চর্চা সংক্রান্ত সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়েছে।

বাংলাদেশে নারী শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৪৩.৬ মিলিয়ন। এই সংখ্যাটি উল্লেখযোগ্য হারে নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি নির্দেশ করে; ১৯৯৯/০০ সালে নারী শ্রমশক্তির হার ছিল ২৩.৯ শতাংশ যা ২০১৬/১৭ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬.৩ শতাংশে (রায়হান ও বিদিশা, ২০১৮)। ৯০ শতাংশেরও বেশি নারী অপ্রাতিষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করে; তারা অনিশ্চিত ধরনের ও নিম্নমানের চাকুরিতে নিয়োজিত (রায়হান ও বিদিশা, ২০১৮; ঘোষ ও চোপড়া, ২০১৯)। গৃহশ্রম হচ্ছে একপ্রকার অপ্রাতিষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান যেখানে প্রধানত নারী ও মেয়েরাই নিয়োজিত রয়েছে। তবে, এই পেশায় কত সংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত আছে সে সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ও সুনির্দিষ্ট তথ্য-উপাত্তের অভাব রয়েছে। ২০১১ সালে 'গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্ক' (ডমেস্টিক ওয়ার্কার্স রাইটস নেটওয়ার্ক- ডিডব্লিউআরএন) ধারণা করেছিল যে, ঐ সময়ে বাংলাদেশে প্রায় ২০ লক্ষ গৃহশ্রমিক কাজ করতো যাদের অনেকেই দরিদ্র পরিবার থেকে আসা কিশোরী ও যুবতী।

এই সারসংক্ষেপ প্রণয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক সুরক্ষা ও পরিষেবাগুলোতে গৃহশ্রমিকদের প্রবেশাধিকারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশের ঢাকার গৃহশ্রমিকদের অবস্থা তুলে ধরা। গৃহশ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ও পরিষেবা সংক্রান্ত খাতগুলোতে অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ করা হলে গৃহশ্রমিকদেরকে কতটা মূল্য দিতে হয় এই সারসংক্ষেপে সুনির্দিষ্টভাবে এটাই দেখানো হয়েছে। এই সারসংক্ষেপটি দুইটি গবেষণা সূত্রের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে: একটি হচ্ছে জাতীয় গার্হস্থ্য নারী শ্রমিক ইউনিয়ন (ন্যাশনাল ডমেস্টিক উইমেন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন- এনডিডব্লিউডব্লিউইউ) এর মাধ্যমে ১০০ জন গৃহশ্রমিকের উপর পরিচালিত একটি জরিপ, এবং অপরটি হচ্ছে ইউনিয়নের সদস্য, কর্মকর্তা, নীতি নির্ধারক ও গৃহশ্রমিকদের অধিকার নিয়ে কর্মরত গবেষকদের সাথে গুণগত সাক্ষাৎকার। দুইটি গবেষণাই কোভিড-১৯ সংকটের পূর্বে পরিচালিত হয়েছিল, যদিও পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে গবেষণা হালনাগাদ করা হয়েছে এবং নীতি সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে গৃহশ্রমিকদের অবস্থা

এই সমীক্ষায় গৃহশ্রমিকদের নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট চিহ্নিত হয়েছে :

ব্যক্তি পর্যায়ে গৃহশ্রমিকদের অবস্থা : জরিপে অংশগ্রহণকারী বেশিরভাগ (৮৬ শতাংশ) গৃহশ্রমিকের বয়স ৩০ বছর বা এর চেয়ে বেশি। ফলে জরিপে অংশগ্রহণকারী এই বয়সী গৃহশ্রমিকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অপেক্ষাকৃত তরুণী বা অল্পবয়সী গৃহশ্রমিকদের পরিস্থিতি ও কাজের অবস্থা সঠিকভাবে প্রকাশ করতে

এনডিডব্লিউডব্লিউইউ ও আইডিডব্লিউএফ-এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশী অভিবাসী গৃহশ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা বিষয়ক সেমিনারে অংশগ্রহণকারী এনডিডব্লিউডব্লিউইউ-এর সদস্যবৃন্দ। ফটো কৃতজ্ঞতা- পেন চই।

সক্ষম হয়নি ; আবার, অল্পবয়সী বা তরুণী গৃহশ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগও অনেক কম। জরিপে দেখা গেছে যে, গৃহশ্রমিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা খুবই কম পর্যায়ে রয়েছে, শুধু একজন মাধ্যমিক পাশ করেছে এবং প্রায় ৫০ শতাংশ গৃহশ্রমিকেরই আদৌ কোনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। জরিপকৃত গৃহশ্রমিকদের মধ্যে কেবল ৯ শতাংশ গৃহশ্রমিকের বাড়ি ঢাকায়, সবচেয়ে বেশিসংখ্যক গৃহশ্রমিকের বাড়ি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বরিশাল জেলায়। গ্রাম ছেড়ে যারা ঢাকায় এসেছে এমন গৃহশ্রমিকদের মধ্যে ৪০ শতাংশ ঢাকায় এসেছে ২০০৬ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে, এবং আরেকটি বড় অংশ (৩০ শতাংশ) ঢাকায় এসেছে ১৯৯০-এর দশকে।

পারিবারিক জীবন : জরিপে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ গৃহশ্রমিকই বিবাহিত এবং তারা স্বামীর সাথেই বসবাস করে; আবার, ২০ শতাংশ বিবাহিত গৃহশ্রমিক তাদের স্বামীদের নিকট থেকে পৃথক জায়গায় বসবাস করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাসাভাড়ার খরচ কমানোর জন্য নারী গৃহশ্রমিকগণ কয়েকজন একই বাসায় একসাথে থাকে। প্রায় ৭৫ শতাংশ গৃহশ্রমিক বলেছে যে তাদের উপর নির্ভরশীল সদস্য সংখ্যা ৩ জন কিংবা তার চেয়ে বেশি। ৩৭ শতাংশ গৃহশ্রমিকের ৬ বছরের নিচের বয়সী এক জন করে শিশু রয়েছে যাদের দেখাশোনা করতে হয়।

কাজের ব্যবস্থা : সাক্ষাৎকার প্রদানকারী অধিকাংশ গৃহশ্রমিক (৪৮ শতাংশ) একাধিক নিয়োগকারীর অধীনে খন্ডকালীন কাজে নিযুক্ত, আর ৪২ শতাংশ গৃহশ্রমিক একক নিয়োগকারীর অধীনে খন্ডকালীন কাজে নিযুক্ত। মাত্র ৭ শতাংশ গৃহশ্রমিক একক নিয়োগকারীর অধীনে নিয়োগকারীর বাসা-বাড়িতে পূর্ণকালীন গৃহশ্রমে নিয়োজিত রয়েছে। জরিপে দেখা গেছে যে, প্রায় সকল (৯৯ শতাংশ) গৃহশ্রমিক ৩য় পক্ষের মাধ্যমে কাজে নিযুক্ত হয়েছে, এর মধ্যে অধিকাংশ (৭২ শতাংশ) বলেছে যে এই ৩য় পক্ষ হচ্ছে তাদের আত্মীয় কিংবা বন্ধু-বান্ধব। অধিকাংশ গৃহশ্রমিক (৮৮ শতাংশ) কোনোপ্রকার লিখিত চুক্তি ছাড়াই কাজে নিয়োজিত হয়েছে, এবং ৬২ শতাংশ গৃহশ্রমিক বলেছে যে তারা প্রতি সপ্তাহে ৫০ ঘণ্টার অধিক সময় কাজ করে।.

আয়ের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কাজ-সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিসমূহ

বাংলাদেশে গৃহশ্রমিকগণ শ্রম আইনের সুরক্ষার আওতায় নেই। 'বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬' সুস্পষ্টভাবে গৃহশ্রমিকদেরকে এই আইনের বাইরে রেখেছে। ২০১৫ সাল থেকে 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫' প্রণয়নের মাধ্যমে গৃহশ্রমিকদেরকে 'শ্রমিক' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে গৃহশ্রমিকগণ যেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করতে পারে সেজন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬-এর আওতায় গঠিত এই তহবিল থেকে প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ শ্রমিকদের চিকিৎসা, অক্ষম বা অসমর্থ শ্রমিকদের জীবনধারণ, জীবন বীমার অর্থ পরিশোধ এবং যেসব শ্রমিকের সন্তানেরা শিক্ষাবৃত্তি পাওয়ার যোগ্য হয় তাদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। তবে, প্রকৃতপক্ষে এই নীতির আইনী সমর্থন কিংবা বাস্তবায়ন নেই এবং গৃহশ্রমিকদের আয়ের নিরাপত্তা ও ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা পাওয়ার সুযোগ খুবই কম। এর মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত :

কম পারিশ্রমিক : ২০১৯ সালে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প খাতের নিম্নতম মজুরি বৃদ্ধি পেয়ে ৮,০০০ টাকায় উন্নীত হয়েছে (৯৪ মার্কিন ডলার)। তুলনামূলকভাবে, এখানকার জরিপকৃত অধিকাংশ (৮০ শতাংশ) গৃহশ্রমিক এই টাকার কম উপার্জন করে, এক জন সাধারণ গৃহশ্রমিক সপ্তাহে ৪০ ঘন্টা কাজ করে প্রতি মাসে উপার্জন করে ৫,০০০ টাকা (৫৯ মার্কিন ডলার)। গৃহশ্রমিকদের এই উপার্জন বা আয় বাংলাদেশের শহরাঞ্চলের জন্য গ্লোবাল লিভিং ওয়েজ কোয়ালিশন কর্তৃক নির্ধারিত লিভিং ওয়েজ বা জীবনধারণ উপযোগী মজুরির চেয়ে কম, যেখানে লিভিং ওয়েজ-এর পরিমাণ ১৬,০০০ টাকা (১৮৮ মার্কিন ডলার); যদিও সাক্ষাৎকার প্রদানকারী অধিকাংশ গৃহশ্রমিক বলেছে যে জীবনধারণের জন্য তাদের ১৬,০০০ টাকার কম প্রয়োজন হয়। গৃহশ্রমিকগণ এ বিষয়েও অভিযোগ করেছে যে ওভারটাইম সুবিধা ছাড়াই তাদেরকে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে হয়; এই বিষয়ে আইএলও (২০১৯)-এর একটি জরিপেও একই বিষয় উঠে এসেছে যেখানে দেখা গেছে যে ৬৮ শতাংশ খন্ডকালীন গৃহশ্রমিক কোনও ওভারটাইম সুবিধা পায় না (আশরাফ ও আজাদ, ২০১৯)।

অনিয়মিতভাবে মজুরি পরিশোধ : ২০১৪ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ- (বিল্‌স) কর্তৃক পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ৫০ শতাংশের বেশি গৃহশ্রমিক তাদের মাসিক মজুরি সঠিক সময়ে পায়নি। পাশাপাশি ২৯ শতাংশ গৃহশ্রমিক দাবি করেছিল যে নিয়োগকারীগণ মাসিক মজুরি নিয়মিত পরিশোধের পরিবর্তে কয়েক মাসের মজুরি একত্রে পরিশোধ করে (আহমেদ, ২০১৪)।

ছুটির বিধান না থাকা : বাংলাদেশে সাপ্তাহিক ছুটি, উৎসব ছুটি ও অন্যান্য ছুটি নেই বললেই চলে, এ কারণে গৃহশ্রমিকদেরকে সংগঠিত করা ও সভা-সমাবেশে আনা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। আইএলও'র একটি জরিপ (২০১৯)-এ দেখা যায় যে ৮৭ শতাংশ খন্ডকালীন গৃহশ্রমিক কোনও সাপ্তাহিক ছুটি পায়নি (আশরাফ ও আজাদ, ২০১৯) (প্রসূতিকালীন ছুটি সংক্রান্ত সামাজিক নিরাপত্তায় প্রবেশাধিকার বিষয়ক অংশটুকু দেখুন)।

পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য : কর্মক্ষেত্রে অসুস্থ কিংবা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া গৃহশ্রমিকদের জন্য একটি বড় উদ্বেগের বিষয়; কেননা, এর ফলে তারা শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়ে এবং দীর্ঘদিন যাবৎ কোনোপ্রকার আয় বা উপার্জন করতে পারে না। এই জরিপে দেখা গিয়েছে যে, যেসব কারণে গৃহশ্রমিকগণ কাজে যেতে পারেনি তার বেশিরভাগ (৭০ শতাংশ) ঘটনা ঘটেছে অসুস্থতা বা দুর্ঘটনাজনিত কারণে। আর, ১০ শতাংশ গৃহশ্রমিক বলেছে যে তারা নিজেদের বাসায় কাউকে যত্ন নেওয়ার কারণে কাজে যেতে পারেনি। ৭২ শতাংশ গৃহশ্রমিক যারা বিগত ১২ মাসে গুরুতর অসুস্থ কিংবা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে- তারা বলেছে যে কর্মক্ষেত্র থেকে তাদের এই অসুস্থতা বা আঘাত সৃষ্টি হয়েছে। এই শ্রমিকদের মধ্যে ৭৮ শতাংশ শ্রমিককে এই অসুস্থতা বা আঘাতের কারণে কাজে যাওয়া বন্ধ করে দিতে হয়েছিল, এদের মধ্যে ৩৪ শতাংশ শ্রমিক দুই বা এর চেয়ে বেশি সপ্তাহ ধরে কাজে যেতে পারেনি, এবং ৬০ শতাংশ শ্রমিক বলেছে যে অসুস্থতা বা আঘাতের কারণে তাদের কাজ বন্ধ থাকার সময়ে তারা কোনও মজুরি পায়নি।

কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা : নিয়োগকারী কর্তৃক গৃহশ্রমিকদের প্রতি সহিংসতা যেমন- শারীরিক, মৌখিক ও যৌন নির্যাতন ও নিপীড়নের বিষয়টি সাক্ষাৎকারগুলোতে উঠে এসেছে। কোভিড-১৯ সংকটের সময় দেশে গৃহভিত্তিক সহিংসতার মাত্রা বেড়ে গিয়েছে এবং এর নেতিবাচক প্রভাব গৃহশ্রমিকদের উপরও পড়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে বিশেষ করে সৌদি আরবে বাংলাদেশী অভিবাসী গৃহশ্রমিকদের প্রতি সহিংসতার ঘটনা দিন দিন বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি বাংলাদেশের জন্য একটি বড় উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দরকষাকষি করার ক্ষমতা না থাকা : গৃহশ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়ন করার জন্য তাদের দরকষাকষি করার ক্ষমতা খুবই কম। উদাহরণস্বরূপ, গৃহশ্রমিকদের মজুরি নির্ধারিত হয় প্রতিবেশীদের দ্বারা যা তাদেরকে বেশি মজুরি পাওয়া কিংবা নিয়মিত মজুরি পাবার জন্য দরকষাকষি করার সুযোগকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। ইউনিয়নভুক্ত শ্রমিকেরা বলেছে যে সংগঠিত হওয়ার কারণে তারা বেশি মজুরির জন্য দরকষাকষি করতে পারে। তবে, বাস্তবতা হচ্ছে এই দেশের সিংহভাগ গৃহশ্রমিকই সংগঠিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছে এবং কর্মপরিবেশ উন্নয়নের জন্য দরকষাকষি করতে সক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাচ্ছে না।

সামর্থ্যের মধ্যে বাসস্থান না পাওয়া : 'আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন যে, ঢাকায় গৃহশ্রমিকেরা যেসব বাসা ভাড়া নিয়ে থাকে সেগুলোর তুলনায় অনেক ক্ষেত্রেই বড় বড় বাসাগুলোর ভাড়া কম, কারণ হলো গৃহশ্রমিকদের ছোট ছোট বাসার চাহিদা অনেক বেশি। বাসা-বাড়ির মালিকরা গৃহশ্রমিকদের সামর্থ্যের বিষয়টি বিবেচনা করে না; দেখা যায় যে, যখন তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি পায় তখন তারা বাসাভাড়া বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে গৃহশ্রমিকদেরকে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।' (সাক্ষাৎকার, নভেম্বর ২০১৯)

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও পরিষেবাগুলোতে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ

২০১৫ সালে 'জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল' গৃহীত হয়েছে এবং এই দলিলের মাধ্যমে সরকার সোশাল সেফটি-নেট প্রোগ্রাম বা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণপূর্বক সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম আরও বাড়িয়ে যাচ্ছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে- বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তিদেরকে আর্থিক সহায়তা, প্রসূতি ভাতা এবং স্তন্যদানকারী কর্মজীবি দরিদ্র মায়েদেরকে আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি। তবে, এই সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় খুবই অল্পসংখ্যক অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এসব কর্মসূচির সম্পদ বা টাকার পরিমাণও অত্যন্ত সীমিত।

স্বাস্থ্যসেবা : স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকার গৃহশ্রমিকদের জন্য একটি বড় উদ্বেগের বিষয়। জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে মাথাপিছু ব্যয় কম, এবং এখানে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুবিধা, কর্মী, ওষুধ ও সরঞ্জামের ঘাটতি রয়েছে। এই সমীক্ষার জন্য জরিপকৃত গৃহশ্রমিকদের প্রায় ৯০ শতাংশ বিগত ১২ মাসে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়েছে; এর মধ্যে ৬৭ শতাংশ গৃহশ্রমিক গিয়েছে নিজেদের স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে, এবং আরও ১৭ শতাংশ গৃহশ্রমিক গিয়েছে তাদের শিশুদের স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে। অধিকাংশই (৩৮ শতাংশ) সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে গিয়েছে, ২৩ শতাংশ গিয়েছে ফার্মেসিতে এবং ২১ শতাংশ গিয়েছে বেসরকারি হাসপাতালে।

স্বাস্থ্যবীমা স্কিমের মাধ্যমে চিকিৎসা সংক্রান্ত আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার কোনও সুযোগ গৃহশ্রমিকদের নেই। তাত্ত্বিকভাবে যদিও সরকারি খাতের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা বিনামূল্যে প্রদান করা হয়, তারপরও রোগীদেরকে প্রায়শই ওষুধ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার খরচ বহন করতে হয় (ইসলাম ও বিশ্বাস, ২০১৪)। এই সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ডাক্তার দেখানো অর্থাৎ, ডাক্তারের সাথে পরামর্শ বাবদ খরচের চেয়ে ওষুধ বাবদ ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি- যেখানে শ্রমিকেরা ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করার জন্য সাধারণত খরচ করেছে ১০০ টাকা (১.২০ মার্কিন ডলার) বা এর চেয়ে একটু বেশি সেখানে ওষুধের জন্য অধিকাংশ শ্রমিককেই ৫০০ টাকা (৬ মার্কিন ডলার) বা এর চেয়ে বেশি খরচ করতে হয়েছে।

সরকারি স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা কাছাকাছি না থাকায় এবং স্বাস্থ্যসেবা পেতে দীর্ঘ সময় লাগার কারণে গৃহশ্রমিকেরা জরুরি স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের জন্য নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর বাইরে থাকা বেসরকারি খাতের স্বাস্থ্যসেবার (উদাহরণস্বরূপ- ফার্মেসি, এনজিও পরিচালিত ক্লিনিক ও গ্রাম ডাক্তার) উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এর ফলে তারা নীতিহীন বা অবিবেচনাপ্রসূত কর্মকান্ডের শিকার হয়, যেমন- অনেক প্রকার অপ্রয়োজনীয় টেস্ট বা পরীক্ষা করার নির্দেশ পাওয়া যার কারণে তাদের চিকিৎসা ব্যয় আরও বেড়ে যায় (ইসলাম-এর সাথে সাক্ষাৎকার, নভেম্বর ২০১৯)। এই সমীক্ষায় টেস্ট বা পরীক্ষা করানোর খরচ স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে একটি বড় ব্যয় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, ৩৪ শতাংশ শ্রমিক তাদের সর্বশেষ চিকিৎসা গ্রহণ বা ডাক্তার দেখানোর সময় ৪,০০০ টাকা (৪৭ মার্কিন ডলার) বা এর বেশি টাকা খরচ করেছে বলে জানিয়েছে।

৭০ শতাংশের বেশি শ্রমিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করার জন্য কাজ থেকে ছুটি নিয়েছে। ডাক্তারের কাছে যাওয়া বা চিকিৎসার জন্য ছুটি নেওয়ার কারণে এই শ্রমিকদের মধ্যে ৩৮ শতাংশ শ্রমিক তাদের আয়ের কিছু অংশ হারিয়েছে; তবে ৩৫ শতাংশ শ্রমিকের আয়ের কোনও

আইএলও, আইডিডব্লিউএফ ও এনডিডব্লিউডব্লিউইউও-এর যৌথ উদ্যোগে ২০১৪ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত গৃহশ্রমিক প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ। ফটো কৃতজ্ঞতা- ফিশ ইপ/ আইডিডব্লিউএফ।

ক্ষতি হয়নি, কারণ তাদের নিয়োগকারীগণ কাজে অনুপস্থিতির জন্য কোনও টাকা কর্তন করেনি। এই জরিপে দেখা গেছে যে, এক জন সাধারণ গৃহশ্রমিকের সাপ্তাহিক উপার্জন ১,২৫০ টাকা (১৪.৭ মার্কিন ডলার)। তারা সর্বশেষ যখন ডাক্তারের কাছে বা স্বাস্থ্যসেবার জন্য গিয়েছে তখন তাদের প্রত্যক্ষ খরচ হয়েছে (ডাক্তারের ফি, ওষুধ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাবদ) ১,৬৫৫ টাকা (১৯.৫ মার্কিন ডলার)। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, স্বাস্থ্যসেবা নিতে গিয়ে এক জন সাধারণ গৃহশ্রমিককে তার সাপ্তাহিক উপার্জনের সমপরিমাণ কিংবা এর চেয়ে বেশি খরচ করতে হয়েছে। এর সাথে যুক্ত আছে স্বাস্থ্যসেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু পরোক্ষ ব্যয়; স্বাস্থ্যসেবা পেতে এক জন গৃহশ্রমিককে ২.৬ ঘন্টা সময় ব্যয় করতে হয়েছে এবং এর ফলে ৬৭ টাকা (০.৮০ মার্কিন ডলার) কম উপার্জন হয়েছে অর্থাৎ সাপ্তাহিক উপার্জনের ৫ শতাংশ হারাতে হয়েছে।

এই বাস্তবতায় এটি কোনও আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, যেসব শ্রমিক স্বাস্থ্যসেবা নিতে গিয়েছিল তাদের অধিকাংশ শ্রমিককেই (৬৭ শতাংশ) তাদের নিজেদের অথবা তাদের পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত খরচ মেটাতে গিয়ে ঋণ করতে হয়েছে। এই ধরনের ঋণ- বিশেষ করে যদি উচ্চসুদে নেওয়া হয়- তাহলে এর ফলে শ্রমিকেরা দারিদ্র ও ঋণ পরিশোধের দুষ্টচক্রে পড়ে যায় যার থেকে বের হওয়া অনেক কঠিন। এটিও অবাক হওয়ার মতো বিষয় নয় যে, সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ৮৫ শতাংশ গৃহশ্রমিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে দেরি হওয়ার কথা বলেছে; এদের মধ্যে ২৫ শতাংশ গৃহশ্রমিক দেরি হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলেছে যে তাদের কাছে পরিবহণ ভাড়া বা যাতায়াত খরচ ছিল না; আর ২০ শতাংশ গৃহশ্রমিক বলেছে যে তারা সার্বিক খরচের কথা চিন্তা করে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে দেরি করেছে।

প্রসূতি ও শিশু যত্ন : 'বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬'-এ ১৬ সপ্তাহ সবেতন প্রসূতিকালীন ছুটির বিধান আছে। গৃহশ্রমিকেরা শ্রম আইনের এইসব বিধানের বাইরে রয়ে গেছে যদিও 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫'-এ ১৬ সপ্তাহের সবেতন প্রসূতিকালীন ছুটির বিধান রাখা হয়েছে। এই গবেষণা পরিচালনার সময় অনুষ্ঠিত ফোকাস গ্রুপ বা দলীয় আলোচনায় গৃহশ্রমিকেরা জানিয়েছে যে অধিকাংশ গৃহশ্রমিককেই বিনা বেতনে প্রসূতিকালীন ছুটি দেওয়া হয়। জরিপের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে কেবল ১১ শতাংশ শ্রমিক প্রসূতিকালীন ছুটি পেয়েছে, এদের মধ্যে ৫০ শতাংশ

স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে দেরি হওয়ার কারণসমূহ

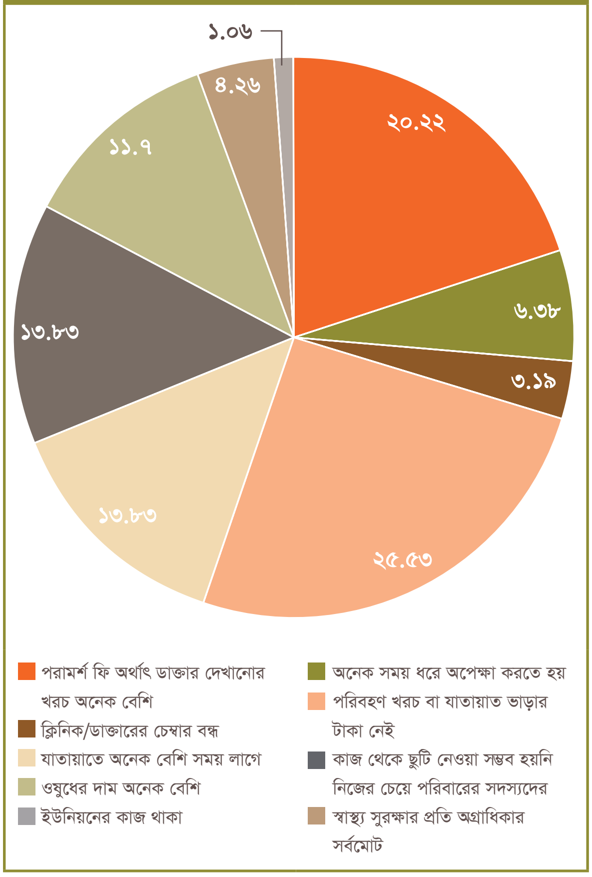

শিশু যত্ন

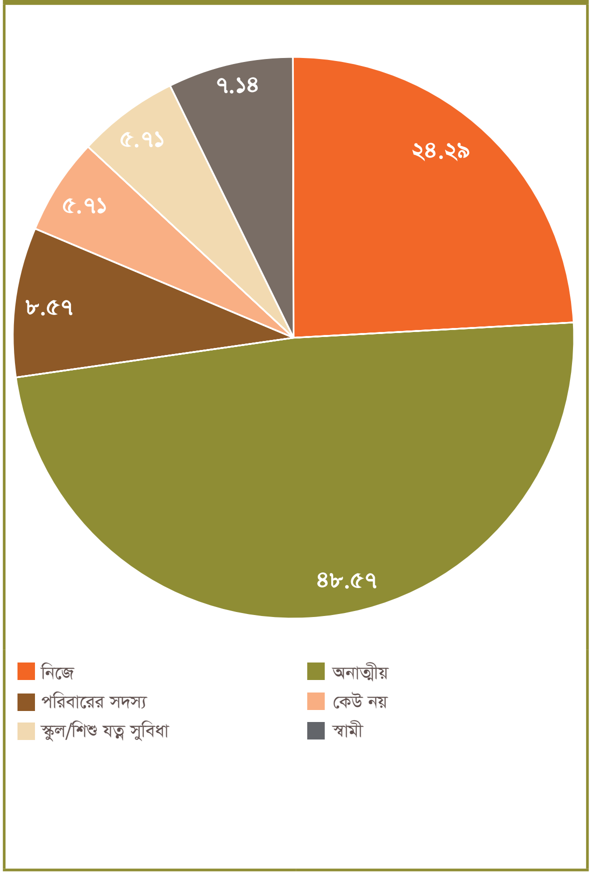

শ্রমিক ১৬ সপ্তাহ ছুটি পেয়েছে এবং ৫০ শতাংশ শ্রমিক মজুরির টাকা কিংবা সরকার থেকে সুবিধা পেয়েছে। তবে, সত্য এই যে, সাক্ষাৎকার প্রদানকারী সিংহভাগ শ্রমিকই প্রসূতিকালীন ছুটি পায়নি কিংবা মজুরির টাকা পায়নি।

দেখা গেছে যে, জরিপে অংশগ্রহণকারী গৃহশ্রমিকেরা শিশু যত্নের বিষয়ে পরিবারের সদস্যদের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। শিশু সন্তান রয়েছে এমন প্রায় ৫০ শতাংশ শ্রমিক জানিয়েছে যে, কাজে যাওয়ার সময় তাদের শিশু সন্তানকে তাদের পরিবারের কোনও সদস্যের কাছে রেখে এসেছে। গবেষণার সময় ফোকাস গ্রুপ বা দলীয় আলোচনায় এই বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে, যেখানে দেখা গেছে শিশু সন্তান রয়েছে এমন নারী শ্রমিকেরা শ্রমবাজার থেকে ঝরে পড়ে যতক্ষণ না তাদের আরেকটি সন্তান- বিশেষত মেয়ে শিশু সন্তানটি ছোট সন্তানদেরকে দেখাশোনা করার মতো যোগ্য হয়ে উঠছে। অপর ২৫ শতাংশ শ্রমিকের ক্ষেত্রে দেখা গেছে তারা জরিপে অংশগ্রহণের পূর্বেকার ৭ (সাত) দিন কাজে যাওয়ার সময় তাদের সন্তানদেরকে সাথে নিয়ে কর্মস্থলে গেছে।

পেনশন : ৬২ বছরের বেশি বয়সী নারী গৃহশ্রমিকেরা যদি সরকার নির্ধারিত আয়ের সীমার নীচে আয় করে বলে প্রমাণিত হয় তাহলে তারা নন-কন্ট্রিবিউটরি বয়স্ক ভাতা পাবার সুযোগ পায়। তবে, এই সর্বনিম্ন আয়ের সীমা অনেক কম (বার্ষিক আয় ৩,০০০ টাকা বা ৩৭ মার্কিন ডলার-এর কম)- যার মানে হচ্ছে অনেক গৃহশ্রমিকই এই ভাতা পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হয় না (দুলাল, ২০১৭)। এই জরিপে নমুনা নির্বাচনে দেখা গেছে কেবল ৪ (চার) জন শ্রমিক বয়স্ক ভাতা পেয়েছে। যেহেতু বাংলাদেশে গৃহশ্রমিকদের জন্য কোনও পেনশন স্কিম নেই সেহেতু গৃহশ্রমিকেরা বয়স হয়ে গেলে সাধারণত তাদের সঞ্চিত বা জমানো অর্থের উপর নির্ভর করে। তবে, সারাজীবন কাজ করলেও তাদের কিছু সঞ্চয় থাকবে এর কোনও নিশ্চয়তা নেই। কম উপার্জন, আকস্মিক ধাক্কা- যেমন স্বাস্থ্যসেবা বাবদ ব্যয় এবং চাকুরির নিরাপত্তা না থাকা কিংবা আনুষ্ঠানিক চুক্তির মাধ্যমে নিশ্চিত আয়ের ব্যবস্থা না থাকার কারণে অনেক শ্রমিকই জীবনের বড় কোনও আঘাত মোকাবেলার উদ্দেশ্যে কোনও সঞ্চয় করতে পারে না।

অন্যান্য সুবিধা : সাক্ষাৎকার প্রদানকারী গৃহশ্রমিকদের ২৩ শতাংশ বলেছে যে তারা খাদ্য ত্রাণ সহায়তা পেয়ে থাকে, অপরদিকে ৭২ শতাংশ শ্রমিক কোনও ধরনের সুবিধাই পায় না।

কোভিড-১৯ মহামারীর সময় সামাজিক নিরাপত্তা উদ্যোগ

"কোভিড মহামারীর কারণে আমি কাজ হারিয়েছি। আমি আগে ৩/৪টি বাসায় কাজ করতাম, এখন মাত্র একটি বাসায় কাজ করছি। আমার আয় কমে গেছে। কিন্তু বাড়িভাড়া, খাবার খরচ, চিকিৎসা খরচ সহ অন্যান্য মাসিক ব্যয় কোভিড মহামারীর পূর্বে যেমন ছিল এখনও তেমনই রয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে পরিবার-পরিজন নিয়ে ঢাকা শহরে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই, আমার মতো অন্যান্য সকল দুস্থ গৃহশ্রমিককে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করার জন্য আমি সরকারের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি।"

- মিতা আক্তার রেহেনা, গৃহশ্রমিক, বয়স ৩৯, মালিবাগ, ঢাকা

কাভিড মহামারীর কারণে দেশে ও দেশের বাইরে কর্মরত বাংলাদেশী গৃহশ্রমিকদের জীবনে মারাত্মক বিপর্যয় নেমে এসেছে। অনেকেই তাদের চাকুরি হারিয়েছে এবং এজন্য তারা বাড়িভাড়া পরিশোধ কিংবা খাবার কিনে খেতে পারছে না। বিদেশে যাদের চাকুরি আছে তারাও সীমান্ত বন্ধ থাকায় কাজে ফিরতে পারছে না। বাড়িওয়ালারা বাসা থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়ার কারণে প্রচুর সংখ্যক শ্রমিক তাদের গ্রামের বাড়িতে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি উল্লম্বভাবে বাড়ানোর অর্থাৎ ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন (সুবিধার পরিমাণ বৃদ্ধি করা) প্রস্তাব করেছে। এর পাশাপাশি সরকার সাময়িকভাবে অনুভূমিক বৃদ্ধি অর্থাৎ হরাইজেন্টাল এক্সটেনশন-এর প্রস্তাব করেছে যেখানে গৃহশ্রমিকসহ প্রায় ৫০ লক্ষ দুর্দশাগ্রস্ত অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিককে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ২,৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে (জেনটিলিনি ও অন্যান্য, ২০২০)। সরকার এই আর্থিক সহায়তা ৩১ শে জুলাই, ২০২০ পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তবে এনডিডব্লিউডব্লিউইউ সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝিতে জানিয়েছে যে এর কোনও সদস্য গৃহশ্রমিক এই আর্থিক সহায়তা পায়নি।

মহামারীর সময়ও যেসকল গৃহশ্রমিক কাজ চালিয়ে গেছে তাদের কাজের চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে, সাথে সাথে উপযুক্ত সুরক্ষার অভাবে তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকিও বেড়ে গেছে। লিভ-ইন বা নিয়োগকারীর বাসা-বাড়িতে অবস্থান করা গৃহশ্রমিকদেরকে দীর্ঘসময় ধরে কাজ করতে হয়েছে কেননা নিয়োগকারীদের পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে অবস্থান করতো এবং অনেকক্ষেত্রে অসুস্থও হয়ে পড়েছিল। গৃহশ্রমিকদেরকে প্রায়ই কোনও ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম অর্থাৎ, পারসোনাল প্রটেকটিভ ইকুইপমেন্ট (পিপিপি) ব্যতীত নিয়োগকারী পরিবারের সদস্যদেরকে যত্ন নেওয়ার কাজও করতে হয়েছে। লিভ-ইন বা নিয়োগকারীর বাসা-বাড়িতে অবস্থান করা গৃহশ্রমিকদের চলাফেরায় বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে এবং তাদের পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার জন্যও নিয়োগকারীর বাড়ি থেকে বাইরে যেতে দেওয়া হয়নি। যে সকল গৃহশ্রমিক একাধিক নিয়োগকারীর বাসা-বাড়িতে কাজ করে তাদেরকে একাধিক বাড়িতে কাজ করতে দেওয়া হয়নি, এক্ষেত্রে নিয়োগকারীদের পক্ষ থেকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে অত্যন্ত অল্প পরিমাণ আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে কিংবা অনেকক্ষেত্রে কোনও ক্ষতিপূরণই দেওয়া হয়নি। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই) কারখানা শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও গৃহশ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি বিবেচনা করেনি।

এই শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকারও একটি বড় সমস্যা। মহামারী মোকাবেলায় সরকার হাসপাতালগুলোতে শয্যা সংখ্যা বাড়িয়ে হাসপাতালের সেবা কার্যক্রম বৃদ্ধি করেছে এবং নতুন নতুন অবকাঠামোও স্থাপন করেছে। এসব সুবিধার মধ্যে রয়েছে বিনামূল্যে কোভিড-১৯ পরীক্ষা করানোর সুযোগ। তবে, এই পরীক্ষা এখন আর বিনামূল্যে করার সুযোগ নেই- এমনকি সরকারি হাসপাতালগুলোতেও বিনামূল্যে পরীক্ষা করানো যায় না, এই পরীক্ষা করানোর সুযোগ পাওয়া গৃহশ্রমিকদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে।

সংগঠিতকরণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা'র জন্য কার্যক্রম

"পূর্বে আমরা এ ধরনের কোনও ইউনিয়নে যোগ দিতে গেলে নিজেদের পরিবার থেকেই বাধা পেতাম। আমার স্বামী আমাকে মারধোর করতো...কিন্তু এখন সে বুঝতে পেরেছে যে সে এটি করতে পারে না, কারণ আমি এখন আমার অধিকারের বিষয়ে অনেক বেশি সচেতন। ইউনিয়নের সভায় অংশগ্রহণ শেষে আমাদের যদি বাসায় ফিরতে দেরি হতো তখন আমাদের পাড়া-প্রতিবেশীরা অনেক কটু কথা শোনাতো যেন আমরা কোনও খারাপ কাজ করে ফেলেছি। কিন্তু এখন আমাদের অধিকারের কথা টেলিভিশনে প্রচার হতে শুরু হওয়ার পর তারা

১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবসের র‍্যালিতে এনডিডব্লিউডব্লিউইউ-এর সদস্যবৃন্দ।
ফটো– পেং চই

আমাদের বিষয়গুলো বুঝতে পারছে, তারা এখন খুব বেশি কিছু বলে না, তবে এর আরেকটি কারণ হচ্ছে আমরা এখন সংখ্যায় অনেক।"

- গৃহশ্রমিক নেতৃবৃন্দ ও সদস্যদের সাথে এফজিডি বা দলীয় আলোচনা, নভেম্বর ২০১৯

বিদ্যমান শ্রম আইনে গৃহশ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠন করার অধিকার নেই। তা সত্ত্বেও ২০০০ সালে 'জাতীয় গার্হস্থ্য নারী শ্রমিক ইউনিয়ন' অর্থাৎ ন্যাশনাল ডমেস্টিক উইম্যান ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (এনডিডব্লিউডব্লিউইউ) প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন থেকেই এনডিডব্লিউডব্লিউইউ বাংলাদেশের খন্ডকালীন গৃহশ্রমিকদের সবচেয়ে বড় সদস্য-ভিত্তিক অনিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়ন হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। এই ইউনিয়নের ভাষ্য মতে এর সদস্য সংখ্যা প্রায় ২০,০০০। ইউনিয়নটি প্রধানত ঢাকা কেন্দ্রিক হলেও বর্তমানে অন্যান্য শহরে যেমন- সিলেট ও চট্টগ্রামে এর কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে। এটি ইন্টারন্যাশনাল ডমেস্টিক ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (আইডিডব্লিউএফ)-এর এফিলিয়েট বা সহযোগী সংগঠন হিসেবে কাজ করছে (ইসলাম-এর সাথে সাক্ষাৎকার, নভেম্বর ২০১৯)।

এনডিডব্লিউডব্লিউইউ বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ও নীতি নির্ধারকদের সমর্থন আদায়ে কঠোর পরিশ্রম করেছে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ- বিল্স-এর সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত থেকে কাজ করেছে। তারা একত্রে ২০০৬ সালে ডমেস্টিক ওয়ার্কার্স রাইটস নেটওয়ার্ক (ডিডব্লিউআরএন) বা 'গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্ক' গঠন করেছে যেখানে বিল্স এই ডিডব্লিউআরএন-এর সচিবালয় হিসেবে কাজ করছে। ডিডব্লিউআরএন গঠিত হয়েছে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিক সংগঠন, আইনজীবি, মানবাধিকার কর্মী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে। এর লক্ষ্য হচ্ছে গৃহশ্রমিকদেরকে সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা এবং তাদের কাজ ও বসবাসের অবস্থা সম্পর্কিত নীতি পরিবর্তনে তাদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা। বাংলাদেশে গৃহশ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার আওতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে এনডিডব্লিউডব্লিউইউ তার মিত্রদের সাথে সমন্বিতভাবে বেশকিছু কৌশল গ্রহণ করেছে যেগুলো নিম্নে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

জোট গঠন কৌশল : উপরে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, এনডিডব্লিউডব্লিউইউ তার এজেন্ডা বা কর্মসূচিসমূহকে সামনে এগিয়ে নেবার লক্ষ্যে শ্রমিক আন্দোলনের সকল মিত্র বা সমমনা সংগঠনগুলোর সাথে এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান, আইন বিশেষজ্ঞ ও নীতি নির্ধারকদের সাথে জোট বেঁধে কাজ করাকে প্রধান কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেছে। এই বিস্তৃত নেটওয়ার্কিং-এর একটি প্রত্যক্ষ ফল হচ্ছে ডিডব্লিউআরএন। ইউনিয়নটি জাতীয় সংসদের মহিলা সংসদ সদস্যদের সাথে এবং সাবেক মহিলা মন্ত্রীদের সাথেও জোট গঠনের জন্য কাজ করেছে। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ৫০টি সংরক্ষিত মহিলা আসন রয়েছে এবং এই মহিলা সংসদ সদস্যগণ গৃহশ্রমিকদের অধিকার আদায়ের দাবিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, সর্বপ্রথম এক জন মহিলা সংসদ সদস্যই জাতীয় সংসদে গৃহশ্রমিকদের জন্য নীতি প্রণয়নের জন্য দাবি উত্থাপন করেছিলেন। কয়েকজন মহিলা সংসদ সদস্য ডিডব্লিউআরএন-এর কাজের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত রয়েছেন; তাঁরা গৃহশ্রমিক ইস্যুতে অনুষ্ঠিত সভাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন, এবং র‍্যালি ও প্রতিবাদ সমাবেশে যোগদান করে সংহতি প্রকাশ করে থাকেন।

আইনী কৌশল : বাংলাদেশ এখনও বেশিরভাগ আইএলও কনভেনশন অনুসমর্থন করেনি যা এই রাষ্ট্রের সরকারকে গৃহশ্রমিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অন্যান্য শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বাধ্য করবে। এনডিডব্লিউডব্লিউইউ দীর্ঘদিন ধরে এই সব কনভেনশন অনুসমর্থন ও বাস্তবায়নের জন্য সরকারের সাথে সক্রিয়ভাবে এডভোকেসি করে যাচ্ছে, এই সব কনভেনশনের মধ্যে রয়েছে- 'গৃহশ্রমিকদের জন্য শোভন কাজ সংক্রান্ত কনভেনশন, ২০১১ (নং ১৮৯)' এবং 'সামাজিক নিরাপত্তা (ন্যূনতম মানদণ্ড) সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন, ১৯৫২ (নং ১০২) '। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আইন প্রণয়নের উপর গুরুত্ব দিয়ে ডিডব্লিউআরএন বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধনের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশমালা দাখিল করেছে যেন গৃহশ্রমিকদেরকে শ্রম আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়; শ্রম আইন সংশোধনপূর্বক গৃহশ্রমিকদেরকে শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ডিডব্লিউআরএন অব্যাহতভাবে সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের গৃহশ্রমিকদের একটি বড় বিজয় বা অর্জন হলো ডিডব্লিউআরএন-এর নেতৃত্বে গৃহশ্রমিকদের চাকুরি সংক্রান্ত একটি খসড়া আচরণবিধি প্রস্তুত করা যেটি ২০০৮ সালে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে দাখিল

করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এই খসড়া আচরণবিধিটিই 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫' হিসেবে প্রণীত হয়েছে।

নীতি বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সংলাপে অংশগ্রহণ : রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে (কেন্দ্রীয়, জেলা, উপজেলা[১] ও সিটি করপোরেশন পর্যায়ে) সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধানসহ নীতি বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকি করতে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি'তে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার বা পক্ষসমূহের সমন্বয়ে "মনিটরিং সেল" গঠন ও পরিচালনার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এই 'মনিটরিং সেল'-এ শ্রমিক প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করার জন্য এনডিডব্লিউডব্লিউইউ'কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে শ্রমিকদের বক্তব্য তুলে ধরার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সুযোগ। তবে, এখন পর্যন্ত কেবল 'কেন্দ্রীয় মনিটরিং সেল' গঠিত হয়েছে এবং এই সেল-এর অল্পসংখ্যক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে (আহম্মদ-এর সাথে সাক্ষাৎকার, নভেম্বর ২০১৯)। এই বিষয়ে আরও একটি সমস্যা হচ্ছে এই সেল-এর সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের ঘন ঘন বদলি বা দায়িত্ব পরিবর্তন হওয়া এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব (আহম্মদ ও ইসলাম-এর সাথে সাক্ষাৎকার, নভেম্বর ২০১৯)।

রাষ্ট্র ও গৃহশ্রমিকদের মধ্যে দূরত্ব কমানোর জন্য সংযোগ স্থাপনকারী হিসেবে ভূমিকা রাখা : এনডিডব্লিউডব্লিউইউ রাষ্ট্র ও গৃহশ্রমিকদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী হিসেবে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে যাচ্ছে। 'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল' থেকে গৃহশ্রমিকদেরকে প্রসূতিকালীন, অসুস্থতা ও সন্তানদের লেখাপড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে আর্থিক সুবিধা প্রদানের জন্য 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি'তে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তবে এই তহবিল প্রাপ্তির জন্য আবেদন করা একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক বা চাকুরি চুক্তি ব্যতীত কাজ করা শ্রমিকদের জন্য আবেদন করা খুব সহজ নয়। এই তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়ার জন্য এনডিডব্লিউডব্লিউইউ কয়েকজন সদস্যকে সহযোগিতা করেছিল কিন্তু তাতে কোনও সফলতা আসেনি। এর পাশাপাশি স্থানীয় ওয়ার্ড পর্যায়ে মহিলা কাউন্সিলরদের নিকট থেকে নানাবিধ ত্রাণ ও সামাজিক সুরক্ষামূলক সহায়তা পাবার ক্ষেত্রে এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত দারিদ্র-ত্রাণ কেন্দ্রিক সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি থেকে সহায়তা পাবার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন গৃহশ্রমিকদেরকে সহযোগিতা করেছে।

[১] উপজেলা হচ্ছে বাংলাদেশের একটি প্রশাসনিক ইউনিট যা জেলা'র সাব-ইউনিট।

২০১৪ সালে ঢাকায় আইএলও, আইডিডব্লিউএফ ও এনডিডব্লিউডব্লিউইউ কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী গৃহশ্রমিকবৃন্দ। ফটো কৃতজ্ঞতা– ফিশ ইপ/আইডিডব্লিউএফ।

সচেতনতা বৃদ্ধি : ডিডব্লিউআরএন সুনির্দিষ্টভাবে গৃহশ্রমিকদের অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে এবং গৃহশ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য বিভিন্ন সহায়তামূলক কর্মসূচি থেকে সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে গৃহশ্রমিকদেরকে সহযোগিতা করছে। ডিডব্লিউআরএন-এর সহযোগিতায় এলাকাভিত্তিক গৃহশ্রমিকদের গ্রুপ বা দল গঠন ও তাদের মাসিক সভার মাধ্যমে গৃহশ্রমিকদের মধ্যে এই সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর পাশাপাশি সমাজে গৃহশ্রমিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং শ্রমিক অধিকার ভোগ ও সামাজিক সুরক্ষা লাভের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে মিডিয়া ক্যাম্পেইন বা গণমাধ্যমে প্রচারণার মাধ্যমে জনমানুষের মন-মানসিকতা পরিবর্তন করার জন্য ডিডব্লিউআরএন কাজ করছে।

নীতি ও চর্চা উন্নয়নের লক্ষ্যে সুপারিশমালা

বাংলাদেশে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নে যদিও বেশ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তারপরও এই গবেষণার সারসংক্ষেপ থেকে এটি স্পষ্ট যে এক্ষেত্রে আরও অনেক কাজ করতে হবে। শ্রমিকদের মধ্যে দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমিকগোষ্ঠী গৃহশ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষার আওতা আরও বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে এই অংশে নীতি নির্ধারক, ট্রেড ইউনিয়ন ও গৃহশ্রমিকদের সংগঠনসমূহের জন্য সুপারিশমালা প্রদান করা হয়েছে।

নীতি নির্ধারক ও স্কিম প্রশাসকদের জন্য সুপারিশমালা :

- 'বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬'-এ গৃহশ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা যাতে 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫'-এর একটি আইনগত ভিত্তি তৈরি হয়।
- স্বল্পমেয়াদি কর্মসূচি হিসেবে কোভিড-১৯ সংকটের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত গৃহশ্রমিকদেরকে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য একটি স্কিম প্রণয়ন করা। দীর্ঘমেয়াদে এই তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির আবেদনের শর্তাবলী গৃহশ্রমিকদের জন্য আরও শিথিল করা উচিৎ এবং সুবিধার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা উচিৎ।
- 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি'র অঙ্গীকার অনুসারে গৃহশ্রমিকদেরকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত বিদ্যমান জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা। গৃহশ্রমিকেরা হচ্ছে শ্রমিকদের মধ্যে একটি দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমিকগোষ্ঠী যাদেরকে নিয়োগকারী কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে ভর্তুকি দেওয়া না হলে 'অংশগ্রহণমূলক সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা'য় যুক্ত হতে পারবে না। যেহেতু এই বিষয়ে নিয়োগকারীদের একমত হওয়ার সম্ভাবনা কম সেহেতু গৃহশ্রমিকদেরকে একটি বিশেষ শ্রেণি হিসেবে বিবেচনা করে তাদেরকে এমন একটি সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যেখানে তাদের পক্ষ থেকে কোনও অর্থ জমা করতে হবে না। বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যে শহুরে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জন্য জরুরি নগদ অর্থ অনুদানের ক্ষেত্রে অনুভূমিক বৃদ্ধি (হরাইজেন্টাল এক্সটেনশন) করে দেখিয়েছে যে এটি সম্ভব ও এর প্রয়োজন রয়েছে।
- গৃহশ্রমিকসহ সকল অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকের জন্য জাতীয়ভাবে একটি সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালু করা।
- এই প্রেক্ষাপটে নন-কন্ট্রিবিউটরি বা অর্থ প্রদান করতে হয় না এমন ধরনের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অর্থায়ন আরও বাড়ানো উচিৎ; উদাহরণস্বরূপ, 'জাতীয় যাকাত তহবিল' ব্যবহার।
- 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫' বাস্তবায়নের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে গঠিত কেন্দ্রীয় মনিটরিং সেল-এর উদ্যোগে গৃহশ্রমিক অধিকার ও কল্যাণ বিষয়ে কর্মরত সংগঠনসমূহকে সম্পৃক্ত করে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। এই পরিকল্পনায় গৃহশ্রমিকদের আর্থিক নিরাপত্তা, চাকুরি, বাসস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, সন্তানদের শিক্ষা ও অন্যান্য চাহিদার বিষয়গুলো অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- নিশ্চিত করতে হবে যে, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের মনিটরিং সেলগুলো সক্রিয়ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের মনিটরিং সেল কর্তৃক বিভিন্ন পরামর্শ সভা তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত করা

যেন 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি' বাস্তবায়নে তৃণমূল পর্যায়ের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

- নিম্নবর্ণিত উপায়ে বাংলাদেশী অভিবাসী গৃহশ্রমিকদের সহযোগিতা করা :
    - যে সকল গৃহশ্রমিক কাজ হারিয়েছে তাদেরকে চাকুরিতে পুনর্বহাল নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে শ্রমিক গ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলোর সাথে আলোচনা ও দর কষাকষি করা।
    - জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের মাধ্যমে শ্রমিক গ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলোর উপর চাপ দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেন তারা অভিবাসী গৃহশ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, চাকুরিতে পুনর্বহাল ও পুনর্বাসনের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই শ্রমিকদের সুরক্ষায় বিভিন্ন সংস্থা যেমন- আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ও ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম) কর্তৃক আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করা উচিৎ।
    - প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড-এর মাধ্যমে দেশে ফেরত আসা অভিবাসী গৃহশ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।
- গৃহভিত্তিক সহিংসতা বন্ধ করতে সরকার কর্তৃক অধিক জোর দেওয়া। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে অবশ্যই আরও বেশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে এবং সহিংসতার ঘটনা তদন্তে সরকারকে অবশ্যই সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- পরিশেষে, বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা খাতে বড় আকারের সরকারি বিনিয়োগের সুস্পষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, যেখানে ২০১৭ সালে ব্যয় ছিল জিডিপি'র ২.২৭ শতাংশ যা দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে স্বাস্থ্য খাতে সর্বনিম্ন সরকারি ব্যয়ের মধ্যে একটি (বিশ্বব্যাংক, ২০২০)। স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকার একটি মানবাধিকার, কিন্তু এখানে উপস্থাপিত গবেষণায় দেখা গেছে স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকার অত্যন্ত সীমিত হলে তা অতিশয় দরিদ্র শ্রমিকদের জীবনে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে কোভিড-১৯ মহামারীর প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমকে দেখতে হবে আয়ের সুরক্ষা ও জীবনধারণে সক্ষম হয়ে উঠার জন্য সহযোগিতাস্বরূপ, অযথা সরকারি ব্যয় হিসেবে এটিকে দেখা ঠিক হবে না।

ট্রেড ইউনিয়নসমূহের জন্য সুপারিশমালা :

- গৃহশ্রমিকদের সহায়তার ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়নসমূহ 'জাতীয় ত্রি-পক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ'-এ প্রতিনিধিত্ব করে এবং সামাজিক সুরক্ষা খাতে অধিক ব্যয় করার জন্য এডভোকেসি করার ক্ষেত্রে তারা এই পরিষদকে কাজে লাগাতে পারে।
- আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ট্রেড ইউনিয়নসমূহও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, বিশেষ করে প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক দলিলসমূহ যেমন- আইএলও কনভেনশন ১৮৯ ও ১০২ অনুসমর্থন করতে বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য আইএলওসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে তারা কাজ করতে পারে।

তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠন ও জোটসমূহের জন্য সুপারিশমালা :

- 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫'-এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে গৃহশ্রমিক ও নিয়োগকারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। এর জন্য প্রয়োজন অব্যাহত ও টেকসই সচেতনতা বৃদ্ধি, যোগাযোগ ও শিক্ষা কার্যক্রম। এখন এনডিডব্লিউডব্লিউইউ ও ডিডব্লিউআরএন এই ভূমিকা পালনে কঠোর পরিশ্রম করছে, তবে,

প্রকৃত পরিবর্তন কেবল তখনই সম্ভব হবে যখন তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত সংগঠনসমূহের বড় একটি জোট একই ধরনের ভূমিকা পালন করবে। তৃণমূল পর্যায়ের জোটগুলি যারা গৃহশ্রমিকদের সুরক্ষায় নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে ইতিমধ্যে গঠিত জোটগুলিকে সহায়তা করছে- তাদেরকে আরও শক্তিশালীভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

- সহিংসতা ও নিপীড়ন কনভেনশন, ২০১৯ (আইএলও কনভেনশন নং ১৯০) এবং গৃহশ্রমিক কনভেনশন, ২০১১ (আইএলও কনভেনশন নং ১৮৯) সরকার কর্তৃক অনুসমর্থনের জন্য শ্রমিক অধিকার সংগঠনসমূহের উদ্যোগে সম্মিলিতভাবে এডভোকেসি করা প্রয়োজন।
- গৃহশ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বৃদ্ধি করার পক্ষে জনসমর্থন বাড়াতে তৃণমূল সংগঠনসমূহের উচিৎ হবে মিডিয়া বা গণমাধ্যমকে কাজে লাগানো। অতীতে দেখা গেছে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দাবি প্রতিষ্ঠায় মিডিয়া উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে, এবং গৃহশ্রমিকদের ক্ষেত্রেও তাদেরকে একইভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে।

* অন্বেষা ঘোষ (ইন্ডিয়ান সোশাল সায়েন্স ট্রাস্ট) কর্তৃক সম্পাদিত একটি গুণগত গবেষণা প্রতিবেদন থেকে লরা এ্যালফার্স এই সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করেছেন। গবেষণায় সহযোগিতা করেছেন এড. নজরুল ইসলাম (সাবেক এডভোকেসি অফিসার, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ- বিল্স যিনি ডমেস্টিক ওয়ার্কার্স রাইটস নেটওয়ার্ক (ডিডব্লিউআরএন) কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ছিলেন; ন্যাশনাল ডমেস্টিক উইম্যান ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (এনডিডব্লিউডব্লিউইউ) কর্তৃক পরিচালিত জরিপ থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে; জরিপে সহযোগিতা করেছে ডিডব্লিউআরএন, আইডিডব্লিউএফ ও ডব্লিউআইইজিও। তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করেছেন সিভিউই মাহলানা ও মিশেল রোগান।

২০১৭ সালে গৃহশ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে মাসব্যাপী প্রচারণা কার্যক্রম উদ্বোধনকালে গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্ক-এর সদস্যবৃন্দ। ফটো– নজরুল ইসলাম/ডিডব্লিউআরএন

রেফারেন্স বা সূত্রসমূহ

আশরাফ, এএসএম এ., আজাদ, এসএন., রশিদ, এমএম. ও ইয়াসমীন, এফ. (২০১৯)। বাংলাদেশে গৃহশ্রম খাতে শোভন কাজের ঘাটতি সংক্রান্ত একটি সমীক্ষা (A Study on Decent Work Deficits in Domestic Work in Bangladesh)। রিফিউজি এন্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (আরএমএমআরইউ), আইএলও'র জন্য প্রণীত প্রতিবেদন। ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে এই ওয়েব লিঙ্ক থেকে গৃহীত: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-dhaka/documents/publication/wcms_674540.pdf

দুলাল, এমজিএম. (২০১৭)। দক্ষিণ এশিয়ার বয়স্ক ব্যক্তিদের আয় নিরাপত্তা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত (Income Security for Older Persons in South Asia Bangladesh Perspective)। ২৩ মার্চ ২০২০ তারিখে এই ওয়েব লিঙ্ক থেকে গৃহীত: https://www.unescap.org/sites/default/files/Bangladesh%20Perspective_Dulal.pdf

জেনটিলিনি, ইউ., আলমেনফি, এম., ডালে, পি., ও লোপেজ, এভি. (২০২০)। কোভিড-১৯ এর সময় সামাজিক সুরক্ষা ও চাকুরির নিশ্চয়তা (Social Protection and Job Responses to COVID-19: A Real Time Review of Country Measures)। লিভিং পেপার ভি. ১১, ২৪ জুন ২০২০ তারিখে এই ওয়েব লিঙ্ক থেকে গৃহীত: http://documents.worldbank.org/curated/en/590531592231143435/pdf/Social-Protection-and-Jobs-Responses-to-COVID-19-A-Real-Time-Review-of-Country-Measures-June-12-2020.pdf

হেইন্টজ, জে., কাবীর, এন. ও মাহমুদ, এস. (২০১৭)। সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক প্রণোদনা ও নারীর শ্রমবাজার আচরণ (Cultural norms, economic incentives and women's labour market behaviour: Empirical insights from Bangladesh)। অক্সফোর্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, ৪৬:২, ২৬৬-২৮৯। ২৪ মার্চ ২০২০ তারিখে এই ওয়েব লিঙ্ক থেকে গৃহীত: http://eprints.lse.ac.uk/84316/7/Kabeer_Cultural%20norms%20published_2018.pdf

ইসলাম, এস. (২০১৯)। ন্যায়বিচারে বাংলাদেশী অভিবাসী গৃহশ্রমিকদের প্রবেশাধিকার: সুযোগ ও চ্যালেঞ্জসমূহ (Access to Justice for Bangladeshi Migrant Workers: Opportunities and Challenges)। অভিবাসী কর্মী উন্নয়ন প্রোগ্রাম (ওকেইউপি)। ২৪ মার্চ ২০২০ তারিখে এই ওয়েব লিঙ্ক থেকে গৃহীত: http://okup.org.bd/wp-content/uploads/2019/11/Access_Justice_Report_2019-1.pdf

রাহিনা, এস. ও বিদিশা, এসএম. (২০১৮)। বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি বিষয়ে অর্থনৈতিক সংলাপ (Economic Dialogue on Inclusive Growth in Bangladesh)। ২৩ মার্চ ২০২০ তারিখে এই ওয়েব লিঙ্ক থেকে গৃহীত: https://asiafoundation.org/publication/female-employment-stagnation-in-bangladesh/

বিশ্বব্যাংক (২০২০)। ডাটা: বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে জিডিপি'র বিদ্যমান ব্যয়- শতকরা হারে (Data: Current Health Expenditure as % of GDP: Bangladesh)। ২৪ জুন ২০২০ তারিখে এই ওয়েব লিঙ্ক থেকে গৃহীত: https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS?locations=BD

সাক্ষাৎকার

১. মোঃ মুজিবুল হক এমপি- সাবেক প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার

২. শামসুন্নাহার বেগম এমপি- জাতীয় সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ সরকার

৩. সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ- সাবেক সমন্বয়কারী, ডিডব্লিউআরএন ও সাবেক নির্বাহী পরিচালক, বিল্‌স

৪. আবুল হোসাইন, সিনিয়র ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও এনডিডব্লিউডব্লিউইউ-এর উপদেষ্টা

৫. নাজমা ইয়াসমীন- পরিচালক, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট, বিল্‌স

৬. আতাউর রহমান- সাংবাদিক, বাসস

৭. এড. নজরুল ইসলাম- সাবেক এডভোকেসি সমন্বয়কারী, বিল্‌স (ডিডব্লিউআরএন-এর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত)

৮. এনডিডব্লিউডব্লিউইউ-এর গৃহশ্রমিক নেতৃবৃন্দ ও সদস্যদের সাথে এফজিডি বা দলীয় আলোচনা

২০১৪ সালে ঢাকায় আইএলও, আইডিডব্লিউএফ ও এনডিডব্লিউডব্লিউইউ কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী গৃহশ্রমিক নেতৃবৃন্দ। ফটো কৃতজ্ঞতা– ফিশ ইপ/আইডিডব্লিউএফ।

ডব্লিউআইইজিও নীতি প্রস্তাবনাসমূহ অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির উপর প্রভাব ফেলে এমন নীতি ও সাংগঠনিক চর্চা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে থাকে। এই সিরিজের নীতি প্রস্তাবনাসমূহ এডভোকেসি প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে এবং ভালো ভালো চর্চা ও ধারণাসমূহ উপস্থাপন করে যা শ্রমিক ও জীবিকাকেন্দ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখে।

ডব্লিউআইইজিও নীতি প্রস্তাবনাসমূহ ডব্লিউআইইজিও-এর প্রকাশনা সিরিজের অংশ।
বিস্তারিত দেখুন: www.wiego.org/wiego-publication-series.

ডডউদ্বউঅঠইইডজও গম্স্ঠর্কে দণ’ডট কথঠ

উইমেন ইন ইনফরমাল এমপ্লয়মেন্ট: গ্লোবালাইজিং এন্ড অর্গানাইজিং (ডব্লিউআইইজিও) হচ্ছে একটি বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত দরিদ্র কর্মজীবিদের, বিশেষ করে নারীদের জীবিকার নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে তাদের ক্ষমতায়ন করা। আমরা বিশ্বাস করি সকল শ্রমিক সমান অর্থনৈতিক সুযোগ পাবে, সমান অধিকার ভোগ করবে, সমান সুরক্ষা পাবে এবং দাবি উত্থাপনে সমান সুযোগ পাবে। ডব্লিউআইইজিও অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতি সম্পর্কিত পরিসংখ্যান উন্নয়ন ও জ্ঞান বিস্তৃত করা এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের সংগঠনসমূহের মধ্যে নেটওয়ার্ক তৈরি ও তাদের সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে, পাশাপাশি নেটওয়ার্ক ও সংগঠনসমূহের সাথে সম্মিলিতভাবে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নীতি পরিবর্তনে প্রভাব রাখে।
বিস্তারিত দেখুন: www.wiego.org.

আইডিডব্লিউএফ সম্পর্কে দু’টি কথা

ইন্টারন্যাশনাল ডমেস্টিক ওয়ার্কার্স ফেডারেশন গৃহশ্রমিক সদস্যভিত্তিক একটি বৈশ্বিক ফেডারেশন। এটি বিশ্বের ৫৯টি দেশের ৭৬টি এফিলিয়েট সদস্য সংগঠন নিয়ে গঠিত যারা বিশ্বজুড়ে ৫৬০,০০০ জন গৃহশ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংগঠনটির উদ্দেশ্য হলো একটি শক্তিশালী, গণতান্ত্রিক ও ঐক্যবদ্ধ বৈশ্বিক সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে সর্বত্র গৃহশ্রমিক/গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এটি ডব্লিউআইইজিও ও আইইউএফ-এর এফিলিয়েট সংগঠন।
বিস্তারিত দেখুন: www.idwfed.org

এনডিডব্লিউডব্লিউইউ সম্পর্কে দু’টি কথা

ন্যাশনাল ডমেস্টিক উইমেন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (এনডিডব্লিউডব্লিউইউ) বাংলাদেশে ইন্টারন্যাশনাল ডমেস্টিক ওয়ার্কার্স ফেডারেশন-এর এফিলিয়েট সংগঠন। সংগঠনটি ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটি বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় গৃহশ্রমিক সদস্য-ভিত্তিক সংগঠন। এটি রাজধানী ঢাকায় ব্যাপকভাবে কাজ করে এবং ইতিমধ্যে গাজীপুর জেলা সহ দেশের অন্যান্য বিভাগে যেমন- চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী ও বরিশালে এর সংগঠিতকরণ কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে। সারাদেশে এর প্রায় ২০,০০০ জন সদস্য রয়েছে। এনডিডব্লিউডব্লিউইউ’র মূল কার্যক্রম হচ্ছে গৃহশ্রমিকদের সংগঠিত করা, তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা, তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা, এবং গৃহশ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাদের আইনগত স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে এডভোকেসি ক্যাম্পেইন পরিচালনা ও সরকারের সাথে লবি করা। সংগঠনটি বাংলাদেশের ডমেস্টিক ওয়ার্কার্স রাইটস নেটওয়ার্ক (ডিডব্লিউআরএন)-এর সক্রিয় সদস্য। পাশাপাশি ‘গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫’ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত সেন্ট্রাল মনিটরিং সেল-এরও সদস্য হিসেবেও সংগঠনটি কাজ করছে।